Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020837

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অহংকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 228020837

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অহংকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 228020837 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অহংকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 228020837

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অহংকার শুধুই আল্লাহর জন্য 6

অহংকার কি? 8

অহংকার ও তাকাব্বুর কি : 8

অহংকারীর উপমা : 9

অন্তরে অহংকার সৃষ্টির সূচনা আত্মগুণমুগ্ধতা : 9

হাদিসের আলোকে অহংকার : 10

অহংকার কুফরির চেয়েও মারাত্মক 11

অহংকার আল্লাহর ওলী হবার অন্তরায় : 13

ত্বলিবুল ইলম ও তার দোধারী তলোয়ার : 13

অহংকারের আলামত 14

কুরআন থেকে অহংকারীদের বরবাদের দৃষ্টান্ত : 18

অহংকারীর দুনিয়াবী শাস্তি : 22

অহংকারীর আখিরাতের শাস্তি : 23

অহংকারের উপকরণ : 25

গুপ্ত অহংকার যাচাই : 33

অহংকারের কতিপয় চিকিৎসা : 34

উপসংহার : 44

রেফারেন্স : 45

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোন হক ইলাহা নেই। যিনি প্রবল,পরাক্রমশালী, মহাপরাক্রান্ত।যিনি মহিমান্বিত ও মাহাত্নপূর্ণ, অহংকারের ন্যায্য অধিকারী। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার এবং সাহাবীদের উপর।

অন্তরের বহু ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে বড়,সবচেয়ে মারাত্নক হলো কিবর তথা অহংকার।

اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।"(সুরা লোকমান -১৮)

যখন কোন মানুষ যেকোন ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিমানও নিজেকে বড় বলে মনে করে,তারা আল্লাহ পাকের রহমত, ভালোবাসা থেকে মাহরুম হয়ে পড়ে। নিজেকে সবার থেকে ভাল মনে করা,নিজের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব অন্তরে উদিত হওয়া মানেই তার সাথে আল্লাহ তালার মহব্বতের বন্ধন ছিন্ন হওয়া। সোজা কথায় আল্লাহর রোষে পতিত হওয়া।

হাদিসে এসেছে, "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমান অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।" অহংকার এতোটাই মারাত্নক, বিধ্বংসী এক ব্যাধি যে, এর বিন্দু পরিমান উপস্থিতিও জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায়। আর বড় আতঙ্কের বিষয় এই ব্যাধি অন্তরে থাকে সুপ্ত।

বর্তমান প্রজন্ম আগের তুলনায় ইসলাম নিয়ে বেশ আগ্রহী হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। ইলম অর্জনের ফিকির, নেক আমলের প্রতিযোগিতা ,পর্দাপুশিদা নিয়ে অনেকেই বেশ সর্তক মা শা আল্লাহ। কিন্তু শয়তান তো পথভ্রষ্ট করার ফাঁক ফোকড় খুঁজবেই এটাও তার ওয়াদা।
দিন শেষে সবার দাবী আমরা নিরহংকারী। তো অনেক তাজউইদের ত্বলিবুল ইলম ইমামের পিছনে দাড়িয়ে তিলাওয়াত শুনে মনে মনে ভাবছে গুন্নাহটা এর থেকে ভাল হতে পারত,মাদ্দ একটু দীর্ঘ হত, ঐ হরফের সিফাত আদায় আরো ভালমত করা যেত ইত্যাদি ইত্যাদি। হাত পা মোজা পড়া বোনটা নিকাব ছাড়া বোনটাকে কম দ্বীনদার ভেবে অজান্তেই অবজ্ঞা করে বসছে। পরিবারে অন্যদের থেকে বেশি নেক আমলকারী কম আমলকারীদের উপর বিরক্ত।

কেউবা একটু ফিকহ শিখে কোন মাসালা এভাবে না হয়ে এভাবে হলেও তো হত এমনটা ভাবতে ব্যস্ত । সুবহানাল্লাহ এসব কোনটাই অতি প্রাকৃতিক কোন ভাবনা নয়। এসব ভাবনা অন্তরে সূক্ষ্ম ভয়ানক এক রোগের হাজার উপসর্গের মধ্যে একটা। তা হলো উম্মুল আমরায।

এই উম্মুল আমরায তথা অহংকারের ভয়ে আল্লাহর বড় বড় ওলী-আউলিয়ারা তটস্থ থাকতেন। এটা সেই ব্যাধি যার দরুন ইবলিশ হয়েছে অভিশপ্ত,যার পতন অবধারিত এবং সুনিশ্চিত।

আমাদের অন্তরে ছোট্ট কণাসম অহংকারের উৎপত্তি হলো কিনা আগ্রহের সাথে একটু চিন্তা ভবনা করতে হবে। এককোটা গোমূত্র যেমন এক বালিতি দুধ দুষণে যথেষ্ঠ তেমনি একটা সরিষা দানা পরিমান অহংকার ও আমাদের পতনের জন্য যথেষ্ট। তাই প্রত্যেহ কাজে, কথায়, আচরনে, বিচরণে অহংকারের জীবানু এসে পড়ল কিনা সেটা আত্নশুদ্ধির ছাঁকনি দিয়ে প্রতিনিয়ত ছাঁকতে হবে। এটা অবশ্যই সহজ কোন কাজ নয়।

আল্লাহ তালা বলেন " নিশ্চয়ই যে নিজের আত্নাকে পরিশুদ্ধ করেছে সেই সফলকাম হয়েছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজের নফসকে
কলুষিত করেছে।"(সুরা শামস -১০,১১)
সুতরাং আত্নাকে পরিশুদ্ধ করতে আত্নার ব্যাধিগুলো কি তা জানতে হবে। দুর করার ফিকির করতে হবে।আর আত্নার ব্যাধির উম্মু তথা জননী ই হলো কিবর তথা অহংকার।
আল্লাহ আমাদের অন্তরকে অহংকারমুক্ত করে দিন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

অহংকার শুধুই আল্লাহর জন্য

অহংকার হলো বড়ত্ব। আর বড়ত্বের অধিকার লাভ হয় দুইটি জিনিস দ্বারা। তা হলো মহাপরাক্রমশালী শক্তি এবং শক্তির যথোচিত ব্যবহারের মহা প্রজ্ঞা, সুনিপুণ কৌশল।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ٢٣﴾ [الحشر: ٢٣]

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ক্রটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।”

اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِى

তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক। (হাশর -২৩,২৪)

আল্লাহ তালার ৯৯ টি নামের মধ্যে আল মুতাকাব্বির অন্যতম। যার অর্থ বড়ত্ব ও অহংকারের ন্যায্য অধিকারী। আল্লাহ একই সাথে আযিয, পরাক্রমশালী এবং হাকিম তথা মহা প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ তালার নাম সমুহই বলে দেয় বড়াই,বড়ত্ব,রাজ্যত্ব শুধুই আল্লাহর অন্য কারো নয়।

মহান আল্লাহ তালা বলেন, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছে করেন তিনি শুধু বলেন হও ওমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তালার সমকক্ষ বা সাদৃশ্য কিছু নেই। তিনিই মুতাকাব্বির প্রবল শক্তির অধিকারী তিনি তার শান অনুযায়ী স্থান, কাল,পাত্র, ভেদে মাত্র সঠিক রেখে মহাপ্রজ্ঞার সাথে তার শক্তির ব্যবহার করতে পূর্ণ সক্ষম ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইযযত সম্মান আল্লাহ তায়ালার ভূষণ এবং অহংকার তাঁর চাদর। (আল্লাহ তায়ালা বলেন) যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হবে আমি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবো।(সহীহ মুসলিম,৬৪৪১)।

আল্লাহর যমিনে বসবাস করে তার চাদরের অন্যায় দাবীদারা অবশ্যই শাস্তির মুখোমুখি হবে। অহংকারে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের স্বাভাবিক বোধ শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারা যে দুর্বল, অজ্ঞ এটা বোঝার হিকমত হারিয়ে যায়। পরিবারের যুবকদের অন্যদের থেকে তুলনামূলক দৈহিক শক্তি থাকলেও তাদের হেকমত,অভিজ্ঞতা থাকে কম।অন্য দিকে বৃদ্ধদের প্রজ্ঞা থাকলেও শক্তি থাকে কম। মানুষের জ্ঞান এবং শক্তি উভয়ই সীমিত এবং আল্লাহ তালার ইচ্ছাধীন।

মানুষ বা কোন সৃষ্টির এই দুটো গুন সহ অবস্থান কখনই সম্ভব নয়। কারন আল্লাহ তালাই বলেছেন "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি দূর্বলভাবে। " তিনি আরো বলেছেন " যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী,সম্যক অবগত। " (মুলক :১৪)

সুতরাং অহংকার কখনই সৃষ্টির অলংকার নয়।

অহংকার কি?

অহংকার অর্থ হলো মানবীয় গুনাবলীর ক্ষেত্রে নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং সেই সাথে অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা।

হাদিসে এসেছে - "হক তথা সত্যকে অস্বীকার করা এবং অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার নামই কিবর তথা অহংকার। " (রিয়াজুস সলেহীন)

অহংকার অধিক ধ্বংসাত্মক প্রাচীন এক ব্যাধি। যার মুলেই রয়েছে সত্যকে অস্বীকার করা এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করার মানদন্ড। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তালা আদম (আ) এর সৃষ্টির কথা বলেছেন। আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল তিনটি জিনিসের সম্বনয়ে কাদামাটি, ভারসাম্য রক্ষার গুন এবং আল্লাহ তালার ফুঁকে দেওয়া রুহের। কিন্তু শয়তান আদম(আ) এর সিজদাহ না দেবার কারন হিসাবে উল্লেখ করেছিল পঁচা কাটামাটির কথা। বাকি দুটোর কথা সে উল্লেখ করেনি, অস্বীকার করেছিল। এবং বলেছিল আমি তার (আদম) থেকে উত্তম। সে পঁচা কাটামাটির তৈরি, আর আমি আগুনে। যা হাদিস থেকে পাওয়া অহংকারের সংঙ্গার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। অর্থাৎ সে তুচ্ছ আমি সেরা।
আর ইবলিশের ভয়াবহ পরিনতির কথাও তো কারো অজানা নয়।

সৃষ্টি হয়ে অহংকার প্রদর্শন অবশ্যই একটি শয়তানি ব্যাধি। যার পতন অনিবার্য।

অহংকার ও তাকাব্বুর কি :

অন্তরে বড়ত্ববোধ ও অহমিকার বিষ থাকলে আচার- আচরণেই তা প্রকাশ হয়ে যায়। নিজেকে উত্তম মনে করা,আমি তার চেয়ে উত্তম - এই বোধই হলো কিবির।
কথা ও কাজে অহমিকা, দম্ভ প্রকাশকে বলে তাকাব্বুর। এটাই কিবির এবং তাকাব্বুর মধ্যে পার্থক্য।

মোট কথা, অন্তরে বড়ত্ববোধ লালন করাকে বলে কিবির আর অন্যের সামনে বড়াই করাকে বলে তাকাব্বুর। তাকাব্বুরের মাঝে অন্যকে ছোট করার বিষয়টাও থাকে। সুতরাং তাকাব্বুর

হল কিবিরেরই ফল। কিবির হলো কারণ আর তাকাব্বুর হলো কার্য। সুতরাং অন্যের সামনে বড়াই করার অসুখ সারাতে হলে নিজেকে বড় ভাবা ব্যাধির আগে নির্মুল প্রয়োজন।

অহংকারীর উপমা :

আরবী সাহিত্যে অহংকারী ব্যক্তির একটি চমৎকার উপমা রয়েছে।যার মধ্যে অহংকার রয়েছে সে ঐ ব্যক্তির মত যে পাহাড়চূড়ায় দাড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।বলাবাহুল্য এ অবস্থায় নিচের লোকদের খুব ছোট মনে হবে। একই ভাবে নিচে যারা আছে তাদের কাছেও সে খুব ছোট দৃষ্টিগোচর হবে।বাহ্যিক অবস্থা দাঁড়ায় যে,তার দৃষ্টিতে নিচের লোকেরা ছোট আর নিচের লোকেদের কাছে সে ছোট। অহংকার ব্যাপারটাও এমনি। সে নিজের ভাবনায় খুব উঁচুতে আছে।তার ভেতরে অহংকার বাসা বেঁধেছে তার জানা নেই। তাই অন্যদের ছোট করে। অন্যরা তার কথা,চালচলনে বুঝতে পারে সে অহংকারী। তাই তাদের দৃষ্টিতেও সে ছোট গণ্য হয়।তারা মনে করে লোকটি আহাম্মাক নিজেকে বড় মনে করে।

অন্তরে অহংকার সৃষ্টির সূচনা আত্নগুণমুগ্ধতা :

মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্ম নেয় উজব। এটাই শুরুর উপসর্গ। নিজের কোন গুণের প্রতি এমন মুগ্ধতা সৃষ্টি হয় যে, নিজেকে ভালো বলে মনে হয়। বিপরীতে গুণটা যে আল্লাহর নিয়ামত সেই অনুভূতি চাপা পড়ে যায় এটাকে বলা হয় উজব।

উজব প্রাথমিক দশা। এটা মনের মাঝে চলতে থাকলে, সেই গুণের উপর ভিত্তি করে নিজেকে অন্য সবার চেয়ে উত্তম মনে করা হয়। এটা কিবির বা অহংকার।

অতঃপর কিবির দশা চলমান থাকলে সেটা পৌঁছে যায় তাকাব্বুর স্তরে। অন্যের সামনে সেই বড়ত্ব জাহির করা হলো তাকাব্বুর। কথাবার্তা, চালচলনে দেখানো যে আমি বড়,আমি সেরা,আমি শ্রেষ্ঠ।

তাকাব্বুরের পরের ধাপ হলো ইস্তিকবার ও ঔদ্ধতা। এটা হলো সবচেয়ে বিপদজনক ধাপ। এ ধাপে পৌঁছালে ব্যক্তি নিজ মর্জিমত যা ইচ্ছে তাই করে।

এ চরিত্র যার মধ্যে সৃষ্টি হয় সে হক তথা সত্য গ্রহন থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্যের মুখে সত্য কথা শুনলে হঠকারিতা প্রদর্শন করে। সত্য মানলে উঁচু নাক নিচু হয়ে যাবে তাই কোনক্রমেই সে সত্য মানতে প্রস্তুত হয় না। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

হাদিসের আলোকে অহংকার :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ :»لا يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبه مِثقال ذرةٍ من كِبر« فقال رجل :إنّ الرجلَ يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونَعله حسنة؟ قال :»إنّ الله جميلٌ يحب الجمالَ، الكِبر :بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس«].رواه مسلم] [صحيح[

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ‘মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)’ তিনি বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"(সহি মুসলিম)
হাদিস থেকে অহংকারের দুইটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ১) সত্যকে প্রত্যাখ্যান ২) মানুষ কে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

১) সত্যকে প্রত্যাখ্যান : অহংকারী ব্যাক্তি নিজেকে বড় করতে,নিজের মিথ্যা আদর্শ বা মতাদর্শে অটুট থাকতে, অবলিলায় দিনের আলোর মত পরিষ্কার সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। দ্বীনের দায়ি তার থেকে ছোট বা বংশ মর্যাদায় খাটো হলে সেই ছুতোয় তার জিদ বাড়ে। নিজেকে বড় ভাবার নেশা দ্বীনের সত্য থেকে দামি মনে করে এবং চূড়ান্ত ভ্রষ্টতায় পতিত হয়। আল্লাহর কুরআন, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনিত দ্বীন যে সত্য সেটা আরবের কাফেরা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল।তাদের এই সত্য প্রত্যাখান, অহংকার তাদের চূড়ান্ত পতন ঘটিয়েছিল।

অহংকারীরা সত্য গ্রহনে পিছুপা হয় এই ভয়ে যে, সত্য মেনে নিলে সত্য উপস্থাপনাকারী তার থেকে অধিক সম্মানিত হয়ে যাবে। তার মর্যাদা নিয়ে কমে যাবে। এই সত্য গ্রহনে তার সম্মান নিয়ে টানাটানি হবে। অপর লোককে সবাই সম্মান করবে অহংকারীকে কেউ সম্মান করবে না। এ ভয়ে সে মিথ্যাকেই আকড়ে ধরে।
অথচ অহংকারী লোক বুঝতে পারে না যে সত্যকে কবুল করা,হক কে অনুসরণ এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত ইজ্জত সম্মান।

২) মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা : এর অর্থ হলো মানুষ কে নিচু মনে করা, অবজ্ঞা করা,তুচ্ছ করা। মানুষের গুণের থেকে নিজের গুণকে শ্রেষ্ঠ মনে করা। কারো ভাল কাজের স্বকৃীত না দেওয়া, অন্যের ভাল গুণকে মেনে নিতে না পারা।

অহংকারীরা কখনও তার কর্ম বা গুণ দিয়ে উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান লাভ করতে সক্ষম নয়। তাই সে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে অন্যের কৃতিত্বকে নষ্ট করে এবং অন্যের মর্যাদা খাটো করে দেখে। তাদের দৃষ্টির সামনে মানুষের ভাল গুণ ভেসে উঠার আগে তারা স্বয়ং শ্রেষ্ঠত্বের কাঠের চশমা পড়ে নেয়।তার ফলে অন্যকে তুচ্ছ করার অপরাধ তাদের গর্ব বলেই মনে হয়। আল্লাহ হেফাজত করুন।

"রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি তিনটি নাজাত দানকারী ও তিনটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন। নাজাতদানকারী তিনটি হলো, ১) গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। ২) খুশিতে ও অখুশিতে সত্য কথা বলা। ৩) সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মধ্যবর্তী অবস্থা বেছে নেওয়া। অতঃপর ধ্বংসকারী তিনটি বস্তু হল ১) প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া ২) লোভের দাস হওয়া এবং ৩) আত্নঅহংকারী হওয়া। এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। " (বায়হাকী)

আবু ওয়াহাব আল মারওয়াযী বলেন," আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করলাম অহংকার কাকে বলে? তিনি বললেন, মানুষকে হেয় জ্ঞান করা করা।পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আত্মম্ভরিতা কাকে বলে? তিনি বলেন, তোমার কাছে যা আছে, অন্যের কাছে তা নেই বলে ধারনা করা।"
(সিয়ারুল আ' লামিন নুবালা ৮/৪০৭)

অহংকার কুফরির চেয়েও মারাত্মক

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে।আর মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্ব করে সাথে অন্যেরও করে।" (মাদারিজুস সালেকীন)
কুফর মুলত অহংকার থেকেই সৃষ্টি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

যারা অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান
এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকার করি।
(সুরা আরাফ -৭৬)
سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا

بِهَا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

যারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল। (সুরা আরাফ -১৪৬)

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

যারা নিজদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণ্য। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন। (সুরা গাফির -৩৫)

একারনে বলা হয়েছে অহংকার কুফুরীর একটি প্রকার। যার মন্দ প্রভাব পাশবিক গুনাহের চেয়েও অনেক বেশি। হাদিসে আছে, " গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ" (মেশকাত)

অহংকার ও গীবত এমন ভয়াবহ অপরাধ যার থেকে তাওবা করার সুযোগ হয় কম। কারণ এ জাতীয় গুনাহ নিজের চোখে ধরা পড়ে না।অন্যদিকে পাশবিক গুনাহের লিপ্ত ব্যক্তিও জানে এটা গুনাহ, প্রভাব সুস্পষ্ট। এবং অনুতপ্ত আর তাওবার তৌফিক ও জুটে যায়। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি তার অহংকারের ব্যাপারে উদাসীন। অনেক অহংকারী নেক আমলের অহংকার নিয়ে জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছে গেছে অথচ সে বেখবর। তার থেকে পাশবিক গুনাহে লিপ্ত অনুতপ্ত লজ্জিত বান্দার অবস্থা আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয়।

অহংকার আল্লাহর ওলী হবার অন্তরায় :

ছাহেবে নেছবত তথা ওলীআল্লাহ হলো ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সর্বক্ষণ আল্লাহপাকের সাথে এক বিশেষ বন্ধন ও আকর্ষণ সূত্রে বাঁধা থাকে। আন্তরিক ভাবে সেই বন্ধন ও আকর্ষণ উক্ত ব্যক্তি সর্বদা অনুভব করে।এবং সবসময় সে আল্লাহ তালার হুকুম, ইচ্ছার সামনে বিলীন ও উৎসর্গপ্রাণ থাকে। অন্তরে যদি সরিষা দানা সম অহংকার থাকে, সে ব্যক্তি কখনও ছাহেবে নেসবত / আল্লাহর ওলী হতে পারে না। কারন অহংকার আর ছাহেবে নেসবত একত্রিত হতে পারে না। একটি অপরটির বিপরীত। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বলেন, যারা 'ছাহেবে নেছবত' ওলীআল্লাহ,তারা সারা দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা নিজেকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলে মনে করে।

ত্বলিবুল ইলম ও তার দোধারী তলোয়ার :

ইলমের মধ্যে এক প্রকার ঊর্ধ্বগামীতা থাকে। আর এখন ফিতনার যামানা যেখানে ইলম তুলে নেবার কথা এমন সময় প্রত্যেক ত্বলিবুল ইলমের আত্মম্ভিক, অহংকারীর পরিণতির সবক জানা থাকা চাই।

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. বলেছেন, ইলম হলো দোধারী তলোয়ার এর ন্যায়। আল্লাহ যদি ইলমে বরকত দান করেন,তাতে নূর প্রদান করেন এবং তা উপকারী বানিয়ে দেন,তবে তা কতইনা কল্যাণকর।আর এতে বরকত ও নূর না থাকে এবং এটা অহংকার ও গর্ব সৃষ্টি করে দেয়,তবে এর চেয়ে ধ্বংসাত্ম জিনিসও আর নেই। খাবার যত বেশি তৈলাক্ত, দামি,শানদার ও সুস্বাদু হয়,সেটা পঁচে গেলে ততবেশি পুঁতিগন্ধ ছড়ায় যা সাধারণ খাবার পচলে ততোটা হয় না।

এমনিভাবে মানুষ যত উপরে থেকে পড়ে আঘাত ততই বেশি লাগে। নিচ থেকে পড়লে তেমন আঘাত লাগে না। তেমনি ইলম অনেক দামী জিনিস, অনেক উপরের জিনিস। এটা যদি নষ্ট হয় এবং সেই ইলমধারী অহমিকায় লিপ্ত হয় তবে এটার ধ্বংসাত্মক পরিণতিও হয় বেশি। তাই ইসলাহ করানোর প্রয়োজন অন্যদের তুলনায় আলেমের অনেক বেশি হয়ে থাকে।

অহংকারের আলামত

মানবদেহের প্রতিটি রোগের কিছু না কিছু উপর্সগ দেখা যায়। জ্বর আসলে শরীর গরম হয়। পেটের পীড়ায় ব্যাথা হয়। এসব উপসর্গের তাড়নায় ই মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যস্ত হয়। উপসর্গ না থাকলে ভেতরে ভেতরে রোগ বাড়তেই থাকত। টের পাওয়া যেত এমন অবস্থায় হয়ত রোগ তখন আর নিরাময় যোগ্য থাকত না। উপসর্গ ও আল্লাহর রহমত।

অহংকারও এমনই একটা অসুখ।মানুষ নিজেকে নিরহংকার ভাবে,অথচ বাস্তবে সে অহংকার রোগে আক্রান্ত। রোগ তার ভেতরেই বসবাস করছে কিন্তু সে জানে না।

একটা সরিষা দানা একজন পূর্ণাঙ্গ মানব শরীরের তুলনায় কত গুন ছোট। অথচ এই ক্ষুদ্র বিন্দু সম অহংকার মানব শরীরের কোথাও ঘাপটি মেরে থাকলে সে শরীর জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা হারাবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। অন্তর থেকে অহংকারী হবার সমস্ত আলামতগুলো প্রতিনিয়ত আত্মশুদ্ধির ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফেলার জন্য অহংকারীর আলামত ভালোভাবে বোঝা খুবই জরুরি ।

অহংকারের কিছু আলামত :

১) দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা : রসুলল্লাহ (সা) বলেছেন,' অহংকার হলো দম্ভের সাথে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষ কে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' এটা মুলত হয়ে থাকে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে।

২) নিজেকে সর্বদা অন্যের চাইতে বড় মনে করা : এটি প্রাচীনতম অহমিকার বৈশিষ্ট্য। ইবলিশ নিজেকে আদম (আ) এর থেকে সেরা ভাবত। সে বলেছিল,

ءَاَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِیۡنًا ۚ ۖ

'আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'? (ইসরা -৬১)

এই যুক্তি ও অবাধ্যতার শাস্তি স্বরুপ আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন।

৩) অন্যের আনুগত্য ও সেবা করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা : এ ধরনের মানসিকতার মানুষ প্রকৃত পক্ষে উদ্ধত হয়ে থাকে। উম্মুল হুছায়েন (রা) থেকে বর্নিত,আল্লাহর রাসুল (সা) বলেছেন, "যদি তোমাদের উপর নাক - কান কাটা হাবশী ক্রীতদাস ও আমির নিযুক্ত হন,যিনি তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন,তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য করো।" (মুসলিম ১৮৩৮)। সুতরাং আল্লাহকে খুশি করতে যে যত বিনয়ী, দুনিয়া আখিরাতের সম্মানের হকদারও তিনি তত বেশি।

৪) নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করা :

শক্তিশালী ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ধনিক শ্রেণীর মানুষ, সমাজ বা রাষ্ট্রনেতা অনেক সময় নিজেকে এরুপ মনে করে। তখন খেয়ালেই থাকে না যে এসব আল্লাহর নিয়ামত।আল্লাহ যখন চান নিয়ামত কেড়ে নিতে পারেন। তিনি যাকে খুশি রাজ্যত্ব দান করেন এবং যার খুশি তার থেকে রাজ্যত্ব ছিনিয়ে নেন। আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তিনি অমুখাপেক্ষী । আমরা সবাই তারই মুখাপেক্ষী। তিনি মুতাকাব্বির। প্রতিটি সেকেন্ড আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমরা তো গুনে গুনে নিঃশ্বাস নেই না। আল্লাহ তালা প্রতি সেকেন্ডে, ন্যানো সেকেন্ডে অক্সিজেন সাপ্লাই দেন। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগী জানে শ্বাস নিতে পারা কত বড় নেয়ামত।গবেষণায় দেখা গেছে একজন মানুষের প্রতিদিন গড়ে ১৮ লক্ষ টাকার অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। সুবহানাল্লাহ। কে আছে যে নিজেকে এ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ন মনে করে! ১ মিনিট শ্বাস নিতে না পারলে সে বুঝবে আমরা আদৌতেই কত অভাবি।

আল্লাহ তালা বলেছেন, " কখনই না। মানুষ অবশ্যই সীমালজ্ঘন করে। কারণ সে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করে।" (সুরা আলাক্ব -৬,৭)

মানুষ সীমালজ্ঘন করলে নিজেকে অভাব মুক্ত মনে করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। তখন তার মিথ্যা আত্নগরিমার তার বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

৫) মানুষের কাছে বড়ত্ব যাহির ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা :

মুসা (আ) যখন ফেরাউনকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন,তখন ফেরাউন ভীত হল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোকদের জমা করল। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্য ভাষণ দিয়ে বলল - ' আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা' ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন।' (নাযি-আত ৭৯/২৩-২৪)

সমাজে অন্যদের কাছে বড়ত্ব দেখানো ও নিজেকে ত্রুটিহীন প্রদর্শনের ফেরাউনী সিফাতের লোকের অভাব নেই।

একবার হযরত উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর পিছে পিছে একদল লোক চলতে দেখে খলীফা উমার(রা) তার প্রতি চাবুক উঁচু করলেন। অন্য বর্ননায় এসেছে,তাকে মারলেন। তখন তিনি এর কারন জিগাসা করলে খলিফা বললেন, ‘ এটা অনুসরণকারীদের জন্য লাঞ্ছনাকর এবং অনুসৃত ব্যক্তিকে ফিৎনায় নিক্ষেপকারী’।(মুছান্নাফ ইবনু শায়বাহ হা/ ৩১২৪৪)

অচথ উবাই ইবনু কাব(রা) এর ন্যায় বিখ্যাত সাহাবীর জন্য এরুপ ফিৎনায় পড়ার অবকাশ ছিল না।কিন্তু খলিফা চেয়েছিলেন উবাইয়ের মনে যে কণাসম অহংকারের উদয় না হয়।এটাই হল পরস্পরের প্রতি ইসলামী ভালবাসার সর্বোত্তম নমুনা। সুবহানাল্লাহ।

এরুপ দৃষ্টান্ত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকেও এসেছে। তিনি তার পিছনে অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্য বলেন,- ‘ আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে দুজন লোকও আমার পিছনে হাঁটতে না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গুনাহ সমুহ মাফ করুন। (হাকেম হা/৫৩৮২)

৬) অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা : ধন সম্পত্তি ও পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি মনের মধ্যে কোন তুচ্ছ ভাব উদ্রেক হওয়াটা অহংকারের লক্ষণ। অতএব এই স্বভাবগত রোগ কঠিনভাবে দমন করা অবশ্য কর্তব্য।

মক্কার কাফের নেতারাও রসুলল্লাহ(সা) এর নিকট থেকে বেলাল,খোবায়েব,ছুহায়েব,ইবনু মাসউদ প্রমুখ দুর্বল সাহাবীদের সরিয়ে দিতে বলেছিল,যাতে তারা তার সাথে পৃথকভাবে কথা বলতে পারেন। তখন আয়াত নাযিল হয়,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই, ফলে তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে এবং তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল আন-আম ৬:৫২)

অন্যকে হেয় গণ্যকারী ব্যক্তিদের আল্লাহ কিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে তারা দুর্বল শ্রেণির লোকদের পায়ের নীচে থাকবে।এটি হবে তাদের দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরুপ।

রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্চনা তাদের বেষ্টন করে রাখবে।অতঃপর তাদের ‘বুলাস’ নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদের ঢেকে ফেলবে।সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ- রক্তে পূর্ণ ‘ ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক নদী থেকে পান করবে। (তিরমিজি হা/ ১৮৬২)

একদিন সাহাবী আবু যর গিফারী(রা) মুক্তদাস বেলাল (রা) কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু বললে আল্লহর রাসুল তাকে ধমক দিয়ে বললেন, ‘ হে আবু যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াতি রয়েছে।’(বুখারী) আবু যর গিফফারীর ন্যায় একজন নিরহংকার বিনয়ী সাহাবীর একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকেও আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরদাশত করেননি।

৭) মানুষের সাথে অসদাচরণ ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া : এটা অহংকারী হবার মৌলিক আলামত। রসুলল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘ সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে ‘। (বুখারি) কঠোর স্বভাবের লোকেরা নিজেকে সবার থেকে সেরা মনে করে। অন্তরে মানুষের প্রতি তুচ্ছতা লালন
করলে না চাইতেই একসময় তা কঠোরও অসদাচরণের বিষ বাক্য হয়ে ঝরে।

৮) শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক নষ্ট করা : আল্লাহ কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি বড় করেছেন সেই বান্দা ও আল্লাহ কে ভুলে যায়। সে এই কথা বলেই অহংকার করে যে আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। ফলে সে আর অন্য কাউকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে।

৯) অধীনস্থদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা ও তাদের নিকৃষ্টভাবে খাটানো।

১০) মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা :নবীগণ যখন আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন তখন তারা বাপ দাদাদের দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করত এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপরে যিদ করত।যদিও শয়তান তাদের জলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকেই আহবান করে। (লোকমান ৩১/২১)

খলিফা উমার (রা) যখন আবু মুসা আশ'আরী (রা) কে কুফার গভর্নর করে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন বস্তু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। কেননা ' মিথ্যার উপর টিকে থাকার চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা অধিক উত্তম। '

খলিফা উমর বিন আব্দুল আযিয বলতেন, ' আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছি এমন কোন বিষয় বাতিল করা আমার নিকট সবচেয়ে সহজ,যখন আমি দেখি যে তার বিপরীতটাই সত্য। ' (বায়হাক্বী)

আব্দুর রহমান বিন মাহাদী বলেন,আমরা এক জানাযায় ছিলাম সেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান উপস্থিত ছিলেন,তিনি তখন বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন।আমি তাকে একটি মাসালা জিগাসা করলে তিনি ভুল উত্তর দেন। তখন আমি বললাম আল্লাহ আপনাকে সংশোধন হওয়ার তৌফিক দিন! এই মাসালার সঠিক উত্তর হলো এই,এই।তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন। অতঃপর মাথা উঁচু করে দুইবার বলেন,' এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং **আমি লজ্জিত'।অতঃপর বললেন ভুল স্বীকার করে হকের লেজ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের মাথা হওয়ার চাইতে।(তারীখু বাগদাদ)**

কুরআন থেকে অহংকারীদের বরবাদের দৃষ্টান্ত :

১) ইবলিশ :

"যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব।
যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো।
অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল,
কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?
সে বললঃ আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুই অভিশপ্ত।
তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।
সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।
আল্লাহ বললেনঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল।

সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা।
সে বলল, আপনার ইযযতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।
তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।
আল্লাহ বললেনঃ তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি- তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।"
(সূরা সাদ :আয়াত - ৭১-৮৫)

২) ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় :
ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় কুফরি বশত অহংকার করেছিল।
আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।
আর ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।
অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল?
আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।
এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত। " সুরা কাসাস -(৩৮-৪২)

৩) সালেহ (আ) এর কওমের পরিণতি :
সালেহ (আ) এর কওম অহংকার বশত কুফরী করেছি।
তার কওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদেরকে বলল যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত'? তারা বলল, 'নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী'।
যারা অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী'।
অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে যবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল। আর তারা বলল, 'হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক'।

ফলে তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। (আরাফ ৭৫-৭৮)

৪) আদ সম্প্রদায় : আদ সম্প্রদায় তাদের দৈহিক শক্তি নিয়ে অহংকার বশত কুফরী করেছিল।

আর 'আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে'? তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত। তারপর আমি তাদের উপর অশুভ দিনগুলোতে ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।
(সুরা ফুরসিলাত -১৫,১৬)

৫) শুয়াইব (আ) এর কওম : মাদায়েনের অধিবাসীদের পরিণাম নিয়ে আল্লাহ বলেন,
'তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, 'হে শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' সে বলল, 'যদিও আমরা তা অপছন্দ করি তবুও?'
আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করলাম যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই- সেই ধর্ম থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দেয়ার পর। আর আমাদের জন্য উচিত হবে না তাতে ফিরে যাওয়া। তবে আমাদের রব আল্লাহ চাইলে (সেটা ভিন্ন কথা)। আমাদের রব জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আল্লাহরই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।
আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরী করেছিল তারা বলল, 'যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'
অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। তারপর তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হয় যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।' (সুরা আরাফা ৮৬-৯১)

৬) নুহ (আ) এর কওম :
সে বলল, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহবান করেছি।
'অতঃপর আমার আহবান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে।

‘আর যখনই আমি তাদেরকে আহবান করেছি ‘যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন’, তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে’। তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি। অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহবান করেছি।' (সুরা নুহ ৫-৯)

৭) বনী ইসরাইল :

"আর আমি নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি ‘পবিত্র আত্মা’র* মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ।

আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে। "(সুরা বাকারা ৮৭-৮৮)

৮) আরবের মুশরিক :

“আর তোমার পূর্বে যত নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা।

"আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, ‘আমাদের নিকট ফেরেশতা নাযিল হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না কেন’? অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালংঘন করেছে। " (সুরা ফুরকান ২০-২১)

অহংকারীর দুনিয়াবী শাস্তি :

অহংকারীর দুনিয়াবি শাস্তি লাঞ্চনা। আখিরাতে তো আরো ব্যপক।

১) অহংকারীকে দুনিয়ায় তার চাহিদার বিপরীত জিনিস দান করা হবে :
অহংকারী দুনিয়ায় সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি পছন্দ করে তাই তার আচার আচরণে হামবড়া ভাব ফুটে ওঠে।যা প্রতিটি মানুষ অপছন্দ করে। অহংকারের জের ধরে খারাপ ব্যবহার, জুলুম এসবও চলে আসে। আল্লাহ মানুষের অন্তরে অহংকারী ব্যক্তিকে নিচু বানিয়ে দেন। যে ব্যক্তি নিজেকে উচু মনে করে আল্লাহ তাকে নিচু বানিয়ে দেন। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উঁচু বানিয়ে দেন।

২) নসিহত গ্রহনের উপকারীতা থেকে বঞ্চিত হয় :
আল্লাহ তালা বলেন,' যারা যমিনে অন্যায় ভাবে অহংকার করে, আমায় আয়াত সমুহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখব ' (সুরা আরাফ -১৪৬)
এর অর্থে আল্লামা সাদী রহ. বলেন, অন্যায় ভাবে অহংকারী আল্লাহর আয়াতের মর্ম বুঝতে পারে না তারা এ থেকে উপকৃতও হতে পারে না। কত বড় শাস্তি! আল্লাহ হেফাজত করুন।

৩) জাব্বারিনদের তালিকায় নাম উঠে যায় :
রসুলল্লাহ (সা) বলেছেন, " একজন মানুষ সর্বদা অহংকার করতে থাকে। অতঃপর তার নাম জাব্বারিনদের লিপিবদ্ধ করা হয়,তখন তাকে এমন শাস্তি বা আযাব গ্রাস করে যা জাব্বারিনদের করেছিল"। (তিরমিজি)

একজন মানুষ শুরুতেই বড় ধরনের যালিম হয়ে আসে না। প্রক্রিয়াটি চলমান। অর্থাৎ অহংকার করতে করতে সীমালঙ্ঘন করে বসে এবং এক সময় ফেরাউন,হামান,নমরুদের কাতারে তাকে শামিল করা হয়। সুতরাং বুদ্ধিমানরা সর্বদা অহংকারের পরিণতি নিয়ে ভীত থাকে। এবং শুরুতেই এর প্রতিকার নিয়ে তৎপর।

৩) অহংকারীর থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয় :
হজরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর সামনে বাম হাতে খাচ্ছিল। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল আমি পারব না। রাসূল (সা.) বললেন: আর কখনো পারবেও না। একমাত্র অহংকারই তাকে ডান হাত দিয়ে খাওয়া থেকে বিরত রাখল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে আর কখনো মুখের কাছে হাত উঠাতে পারেনি।' –(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৭৬৬)

ইমাম নববী রহ. বলেন, এই হাদিস দ্বারা কোন আপরগা ছাড়া শরীয়তের বিরুদ্ধাচারন করলে তার জন্য বদদোয়া জায়িয আছে। লোকটি অহংকার বশত ডান হাতে খায়নি। নবী (সা) বদ দোয়া করেছেন ফলে আল্লাহ তার বদদুআ কবুল করেছেন ফলে সাথে সাথে লোকটি আক্রান্ত হয়েছিল।

মানুষ যে শক্তি বলে অহংকারের দুঃসাহস দেখায় তা মুলত আল্লাহ পাকের নিয়ামত। আল্লাহ যখন খুশি তখনই তার নিয়ামত কেড়ে নিতে পারেন।

৪) অহংকারীর মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়ার শাস্তি :

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অথবা আবুল কাসিম বলেছেনঃ এক ব্যক্তি আকর্ষণীয় জোড়া কাপড় পরিধান করতঃ চুল গুলো কাঁধের উপর ঝুলিয়ে অহংকার বশত পথ অতিক্রম করছিল; হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেন। ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) অবধি সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে। [মুসলিম ৩৭/১০, হাঃ ২০৮৮, আহমাদ ১০০৪০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৩৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫২৬০)

অহংকারীর আখিরাতের শাস্তি :

১) অহংকারী ধ্বংস প্রাপ্ত লোকদের সাথে ধ্বংস হবে :

রসুলল্লাহ (সা) বলেছেন, “তিন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমরা আমাকে কিছু জিগাসা করবে না।

এক. যে আল্লাহর বড়ত্ব নিয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে। কারন বড়ত্ব তার চাদর আর পরিধেয় তার ইজ্জত।

দুই. যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

তিন. যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত নিয়ে নিরাশ হয়।” (সহি হিব্বান)

২) অহংকারীরা কিয়ামত দিবসে রসুলল্লাহ (সা) এর নিকট হবে ঘৃণিত এবং অবস্থানের দিক দিয়ে অনেক দুরে থাকবে :

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে যে আমার খুব প্রিয় এবং মজলিসের দিকদিয়ে আমার নিকটে থাকবে, সে হলো তোমাদের মধ্যে যার আখলাক চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং মজলিসের দিক দিয়ে আমার থেকে দুরে অবস্থান করবে যা অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে এবং মানুষের

সাথে মুখ ভরে কথা বলে।সাহাবীরা বললেন, যা অতিরিক্ত ও দীর্ঘ কথা বলে তাদের আমরা জানলাম কিন্তু মানুষের সাথে মুখ ভরে কথা বলে কারা? তিনি বললেন, অহংকারীরা"। (তিরমিজি)

৩) আল্লাহর সাথে অহংকারীর দেখা হবে যে আল্লাহ তার উপর ক্ষুব্ধ :
রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করে এবং হাটার সময় অহংকার করে,সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেই অবস্থায় যখন আল্লাহ তার উপর ক্ষুব্ধ, রাগান্বিত।

৪) অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম ওয়াদা :

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত, জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্ক করল। জাহান্নাম বলল, আমাকে অহংকারী ও প্রতাপশালীদের দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর জান্নাত বলল, আমার কি হলো যে, আমার মধ্যে দূর্বল, অবহেলিত ও মূল্যহীন লোক ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবে না? আল্লাহ জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত তোমার দ্বারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দয়া করব। আর জাহান্নামকে বলবেন, তুমি আমার আযাব। আমাদের বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা আমি আযাব দিব। তোমাদের প্রত্যেককেই পূর্ণ করা হবে, তবে জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার পা না রাখা পর্যন্ত পূর্ণ হবে না। তখন সে বলবে যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট। এ মুহূত্যেই সে পূর্ণ হবে। এবং তার এক অংশ অপর অংশে ডুকে পড়বে। আল্লাহ তার মাখলুক থেকে কারো ওপর যুলুম করবেন না। আর জান্নাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা নতুন মাখলুক তৈরি করবেন। (বুখারী)
অন্য হাদিসে এসেছে অহংকারী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। এবং বুলাস নামক কারাগারে বন্দি করা হবে জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ তাদের আহার হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

অহংকারের উপকরণ :

১) সম্মান :

অন্যকে সম্মানিত হয়ে দেখে অহংকারী হওয়া। আদম (আ) এর উচ্চ সম্মান দেখে ইবলিশ অহংকারী হয়ে ওঠে এবং সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰي وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। (সুরা বাকারার ৩৪)

যুগে যুগে যত নবী রাসুল এসেছে তারা এবং তারাদের যথাযথ অনুসারীগন সর্বদা অহংকারী নেতাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন।

২) ধন সম্পদ :

অধিক ধন-সম্পদ মানুষকে অনেক সময় অহংকারী করে তোলে। মাল ও সন্তান মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। কিন্তু মানুষ অনেক সময় এর দ্বারা ফেৎনায় পতিত হয় এবং অহংকারে স্ফীত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ ক্বারূণের কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ- ... قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ-

'ক্বারূণ ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল। আমরা তাকে এমন ধন-ভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।' ... 'সে বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতে শক্তিতে প্রবল ছিল এবং সম্পদে প্রাচুর্যময় ছিল। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না (তারা সরাসরি জাহান্নামে যাবে)' (ক্বাছাছ ২৮/৭৬, ৭৮)।

ক্বারূণী ধন সবাই পেতে চায়। কিন্তু তা মানুষকে অহংকারী করে তোলে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ-

‘অতঃপর আমরা ক্বারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। ফলে তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না’ (ক্বাছাছ ২৮/৮১)।

৩. ইলম :

ইলম অনেক সময় আলেমকে অহংকারী বানায়। দু’ধরনের লোকের মধ্যে এটা দেখা যায়। জন্মগতভাবে বদ চরিত্রের লোকেরা যখন ইলম শিখে, তখন ইলমকে তার বদস্বভাবের পক্ষে কাজে লাগায়। এইসব আলেমরা কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করে এবং নিজেকে অন্যদের তুলনায় বড় আলেম বলে যাহির করে। এদের মধ্যে ইলম থাকলেও সেখানে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি থাকে না। তাদের সকল কাজে লক্ষ্য থাকে দুনিয়া অর্জন করা ও মানুষের প্রশংসা কুড়ানো। যা তাদেরকে অহংকারী করে ফেলে। যেমন আববাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আবুত ত্বাইয়েব আহমাদ বিন হুসাইন আল-মুতানাববী (৩০৩-৩৫৪ হিঃ)[1] বলেন,

مَا مُقامِي بِأَرْضِ نَخْلَةَ إلاَّ + كمُقامِ الْمَسيحِ بين الْيَهُودِ

‘নাখলার জনপদে আমার অবস্থান ইহূদীদের মাঝে মসীহ ঈসার অবস্থানের ন্যায়।’

অনুরূপভাবে অন্ধ কবি আবুল ‘আলা আল-মা‘আররী (৩৬৩-৪৪৯ হিঃ) বলেন,

وأنِّي وإنْ كنتُ الأخيرَ زمانُهُ +لآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ

‘আমি যদিও কালের হিসাবে শেষে এসেছি। তথাপি আমি যা এনেছি, তা পূর্বের লোকেরা আনতে সক্ষম হয়নি’।[2]

দ্বিতীয় কারণ হ’ল, অল্প বিদ্যা। যেমন কিছু ইলম শিখেই নিজেকে অন্যের তুলনীয় মনে করা এবং একথা বলা যে, هُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ ‘তারাও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ’।[3] অর্থাৎ আমরা ও তারা সমান। এটা তাদের অহংকারের পরিচয়। সেজন্যেই প্রবাদ আছে ‘অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী’। নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের মর্যাদা অনেক বেশী। কেননা তাদের ইলমের পথ ধরেই পরবর্তীরা এসেছেন। তাছাড়া সমকালীন প্রত্যেকেই পৃথক গুণ ও মেধার অধিকারী। অতএব কেউ কারো সমান নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রত্যেকেই পৃথকভাবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

প্রকৃত ইলম হ’ল সেটাই যা মানুষকে বিনয়ী ও আল্লাহভীরু বানায়। ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিঃ)-কে ৪৮ টি প্রশ্ন করা হ’লে তিনি ৩২ টি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, لاَ أَدْرِي ‘আমি জানি না’।[4] বহু মাসআলায় তিনি বলতেন, তুমি অন্যকে জিজ্ঞেস কর।’ ‘কাকে জিজ্ঞেস করব? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কারো নাম না করে বলতেন, আলেমদের জিজ্ঞেস কর’। তিনি মৃত্যুকালে কাঁদতে থাকেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আমার ‘রায়’ অনুযায়ী যত ফৎওয়া দিয়েছি প্রতিটির বদলায় যদি আমাকে চাবুক মারা হ’ত! ... হায় যদি আমি কোন ফৎওয়া না দিতাম!।[5] বহু ইখতেলাফী মাসআলায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলতেন, আমি জানি না’।[6]

ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলতেন,

‘ عِلْمُنَا هَذَا رَأْيٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ ، وَمَنْ جَاءَنَا بِأَحْسَنَ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ مِنْهُ

আমাদের ইলম হ’ল ‘রায়’। আমাদের নিকটে এটাই সর্বোত্তম হিসাবে অনুমিত হয়েছে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম নিয়ে আসবে, আমরা তার কাছ থেকে সেটা গ্রহণ করব’।[7] পরবর্তী যুগে সালাফে স্বলেহীনের একটা সাধারণ রীতি ছিল এই যে, তাঁরা নিজস্ব রায় থেকে কিছু লিখলে শেষে বলতেন,

واللهُ أَعْلَمُ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ

‘আল্লাহ সত্য ও সঠিক সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’।

সত্যসন্ধানী আল্লাহভীরু আলেমদের দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ‘বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে থাকে’ *(ফাত্বির ৩৫/২৮)*। এখানে ‘আলেম’ বলতে দ্বীনী ইলমের অধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়াবী ইলম কাফের-মুশরিকরাও শিখে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহভীরু নয়। আর দুনিয়াবী ইলম কাউকে আল্লাহভীরু বানায় না আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

পক্ষান্তরে যারা ইলমকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের বিষয়ে হাদীছে কঠিন হুঁশিয়ারী এসেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম বিচার করা হবে শহীদ, আলেম ও দানশীল ব্যক্তিদের। অতঃপর দুনিয়াসর্বস্ব নিয়তের কারণে তাদেরকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[8] কা‘ব বিন মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত অন্য হাদীছে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখল আলেমদের সাথে তর্ক করার জন্য এবং মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[9] আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে তিনি আরও বলেন

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ ,

যে ব্যক্তি ইলম শিখে যদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, অথচ সে তা শিখে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য, ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[10]

অথচ যে ব্যক্তি স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। ফেরেশতারা তার (নিরাপত্তার জন্য) তাদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। তাছাড়া ফেরেশতামন্ডলী, আসমান ও যমীনবাসীগণ, এমনকি পানির মাছ ও গর্তের পিঁপড়ারাও তার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। এইসব আলেম হ’লেন ‘নবীগণের ওয়ারিছ’ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ অর্থাৎ তাঁদের ইলমের উত্তরাধিকারী। কেননা নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম ছেড়ে যাননি, কেবল ইলম ব্যতীত। যে ব্যক্তি সেই ইলম লাভ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণভাবেই তা লাভ করেছে’ (অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ ইলম সে লাভ করেছে)।[11]

নিজে ইলম না শিখলেও যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছ এর ইলম যথাযথভাবে অন্যের নিকট পৌঁছে দিবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ,

আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার চেহারা উজ্জ্বল করুন! কেননা যার কাছে ইলম পৌঁছানো হয়, তিনি অনেক সময় শ্রবণকারীর চাইতে অনেক বেশী হেফাযতকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকেন'।[12]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলতেন

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ ,

'অধিক হাদীছ বর্ণনা প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং আল্লাহভীতিই হ'ল প্রকৃত জ্ঞান'।[13] অতএব আল্লাহকে চেনা ও জানা এবং আল্লাহভীতি অর্জন করাই হ'ল ইলম হাছিলের মূল লক্ষ্য। আল্লাহভীতি সৃষ্টি হলেই বাকী সবকিছুর জ্ঞান তার জন্য সহজ হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীছ হ'ল সকল ইলমের খনি। সেখানে গবেষণা করলে মানবীয় চাহিদার সকল দিক ও বিভাগ পরিচ্ছন্ন হয়ে গবেষকের সামনে ফুটে ওঠে। আল্লাহর রহমতে তার অন্তর জগত খুলে যায়। ফলে সে অহংকারমুক্ত হয়।

8. পদমর্যাদা :

উচ্চ পদমর্যাদা মানুষের মধ্যে অনেক সময় অহংকার সৃষ্টি করে। মূর্খরা এটাকে তাদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করে। জ্ঞানীরা এর মাধ্যমে মানব কল্যাণে অবদান রাখেন। পদমর্যাদা একটি কঠিন জওয়াবদিহিতার বিষয়। যিনি যত বড় দায়িত্বের অধিকারী, তাকে তত বড় জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ ,
رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

'মনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার প্রজাসাধারণের দায়িত্বশীল। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। চাকর তার মনিবের মাল-সম্পদ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[14]

যে ব্যক্তি পদমর্যাদা বা দায়িত্ব পেয়ে অহংকারী হয় এবং পদের অপব্যবহার করে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে লোকদের উপর দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। অতঃপর সে তাদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন'।[15]

মূলতঃ যুলুম-খেয়ানত সবকিছুর উৎপত্তি হয় পদমর্যাদার অহংকার থেকে। তাই জান্নাত পিয়াসী বান্দাকে এ বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ ,

'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের কোমরে একটা করে ঝান্ডা স্থাপন করা হবে। যা তার খেয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু হবে। মনে রেখ, সেদিন সবচেয়ে উঁচু ঝান্ডা হবে প্রধান শাসকের খেয়ানতের ঝান্ডা'।[16]

অতএব পদমর্যাদা যেন মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি না করে; বরং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে কৈফিয়ত দেয়ার ভয়ে হৃদয় যেন সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, আল্লাহর নিকটে সর্বদা সেই তাওফীক কামনা করতে হবে।

৫. বংশ মর্যাদা :

বংশ মর্যাদা মানুষের উচ্চ সম্মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদন্ড। এই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, যতক্ষণ বংশের লোকেরা বিনয়ী ও চরিত্রবান থাকে। উক্ত দু'টি গুণ যত বৃদ্ধি পায়, বংশের সম্মান ও মর্যাদা তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সেখানে কথায় ও আচরণে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, তাহলে কচুর পাতার পানির মত উক্ত সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

' إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ,
আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপর গর্ব না করে এবং একে অপরের উপর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন না করে'।[17]

তিনি বলেন, লোকেরা যেন তাদের (মুশরিক) বাপ-দাদার নামে গর্ব করা হ'তে বিরত থাকে, যারা মরে জাহান্নামের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে ... নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অহমিকা ও বাপ-দাদার অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। এক্ষণে সে আল্লাহভীরু মুমিন (مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ) অথবা হতভাগ্য পাপী (فَاجِرٌ شَقِيٌّ) মাত্র। মানবজাতি সবাই আদমের সন্তান। আর আদম হ'ল মাটির তৈরী' (অতএব অহংকার করার মত কিছুই নেই)।[18]

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন

لاَ تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ,

‘তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেরূপ খ্রিষ্টানরা মারিয়ামপুত্র ঈসার ব্যাপারে করেছে। আমি আল্লাহর একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলো, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল’।[19]

সঙ্গত কারণে বিশেষ অবস্থায় বংশ মর্যাদাকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন (ক) বৈবাহিক সমতার ক্ষেত্রে।[20]

(খ) রাজনৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে। যেমন পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে যান, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ। ‘নেতা হবেন কুরায়েশদের মধ্য থেকে’।[21]

তাঁর মৃত্যুর পরে খলীফা নির্বাচন নিয়ে মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হ’লে উক্ত হাদীছটির মাধ্যমে সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অতঃপর সবাই মুহাজির নেতা আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা হিসাবে মেনে নেন। এই সিলসিলা খেলাফতে রাশেদাহ, খিলাফতে বনু উমাইয়া ও আববাসীয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

(গ) যুদ্ধকালীন সময়ে। যেমন হোনায়েন যুদ্ধে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় সৃষ্ট মহা সংকটকালে দৃঢ়চেতা রাসূল (ছাঃ) খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, أَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ‘আমিই নবী মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্ত্বালিবের পুত্র।’ রাবী বলেন, সেদিন তাঁর চাইতে দৃঢ় কাউকে দেখা যায়নি’।[22]

এখানে তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ বংশের নেতার পুত্র হিসাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তিনি শত্রুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আমি বুক দিতে জানি, পিঠ দিতে জানি না। বস্ত্ততঃ তাঁর এই হুমকিতে দারুণ কাজ হয়। মাত্র ২০ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী কুরায়েশ নেতা আববাস, আবু সুফিয়ান বিন হারেছ, হাকীম বিন হিযাম সহ অন্যেরা সবাই দ্রুত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে এসে দাঁড়ান এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। শত্রুপক্ষ নিমেষে পরাজিত হয় ও পালিয়ে যায়।

বংশ মর্যাদার এই তারতম্যকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করলেই সেটা দোষের হয়। অন্যায়ভাবে বংশের গৌরব করাকে তিনি ‘জাহেলিয়াতের অংশ’ (عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) বলে ধিক্কার দিয়েছেন।[23]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا

তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলে, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম, যদি তারা দ্বীনের জ্ঞানে পারদর্শী হয়’।[24]

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রশংসায় তিনি বলেন

الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ,

সম্ভ্রান্তের পুত্র সম্ভ্রান্ত। তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত ও তাঁর পুত্র সম্ভ্রান্ত। তাঁরা হ’লেন ইবরাহীম, তাঁর পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকূব এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ’।[25] এতে বুঝা যায় যে, বংশমর্যাদা প্রশংসিত। কিন্তু অন্যায়ভাবে তার ব্যবহারটা নিন্দনীয়।

ইসলামে দ্বীন ও আল্লাহভীতিকে সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ,

‘তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু’ (হুজুরাত ৪৯/১৩)।

যেমন দ্বীন ও তাক্বওয়ার কারণেই কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তদাস বেলাল উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। ওমর (রাঃ) বলতেন,أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، يَعْنِى بِلاَلاً ‘আবুবকর আমাদের নেতা এবং তিনি মুক্ত করেছেন আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ বেলালকে)’।[26]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কা‘বাগৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে বলেন। তার এই উচ্চ সম্মান দেখে কুরায়েশ নেতারা সমালোচনা করেছিলেন।[27]

ওযূ নষ্ট হলেই তাহিইয়াতুল ওযূ এবং আযানের পরেই মসজিদে তাহিইয়াতুল মাসজিদ-এর নফল ছালাত আদায়ের নিয়মিত সদভ্যাসের কারণেই জান্নাতে বেলালের অগ্রগামী পদশব্দ স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনেছিলেন ও তার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।[28]

বস্ত্ততঃ ইসলামের উদার সাম্যের কারণেই কুরায়েশ নেতা আবুবকর ও ওমরের পাশাপাশি পায়ে পা লাগিয়ে ছালাতে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন আবিসিনিয়ার বেলাল হাবশী, রোমের ছুহায়েব রূমী, পারস্যের সালমান ফারেসী প্রমুখ ক্রীতদাসগণ। কোটি কোটি মুসলমান তাদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে দো‘আ করে বলেন, *‘রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু’* (আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হউন!)। স্রেফ দ্বীনের কারণে বেলাল এখানে উচ্চ সম্মানিত। পক্ষান্তরে কুফরীর কারণে তার মনিব উমাইয়া বিন খালাফ হলেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। অথচ তিনি ছিলেন অন্যতম কুরায়েশ নেতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আপন চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী। অতএব ইসলামে বংশ মর্যাদা স্বীকৃত ও প্রশংসিত হলেও দ্বীন ও তাক্বওয়া না থাকলে তা নিন্দিত ও মূল্যহীন। এখানে সকলের সম্মান ও মর্যাদার মানদন্ড হ’ল ঈমান ও তাক্বওয়া। মুসলমান সবাই ভাই ভাই। দাস-মনিবে কোন প্রভেদ নেই। পৃথিবীর কোন সমাজ ব্যবস্থায় এর কোন নযীর নেই। কেবল অহংকারী ব্যক্তিরাই এর বিপরীত আচরণ করে থাকে।

৬. ইবাদত ও নেক আমল :

ইবাদত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হ’লেও তা অনেক সময় মুমিনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। যা তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে।

বহু নেককার ও ইবাদতগুযার ব্যক্তি অলি-আউলিয়া, গাউছ-কুতুব-আবদাল, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি লকবে অভিহিত হন। তারা ভক্তের ভক্তি রসে আপ্লুত হ’তে ভালবাসেন। নযর-

নেয়ায়, পদসেবা গ্রহণ ইত্যাদি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যা তাদের মধ্যে লোভ ও অহংকার সৃষ্টি করে।

খাত্ত্বাবী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) একবার খোরাসানের এক বিখ্যাত দরবেশের খানক্বায় গেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনি কি জানেন ইনি কে? ইনি হ'লেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক'। একথা শুনে দরবেশ দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে তাঁর নিকটে ওযর পেশ করলেন ও তাঁকে উপদেশ দিতে বললেন। তখন তিনি তাকে বললেন

إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَلا يَقَعْ بَصَرُكَ عَلَى أَحَدٍ إِلا أُرِيتَ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ,

'যখন তুমি ঘর থেকে বের হবে, তখন তুমি যাকেই দেখবে, তাকেই তোমার চাইতে উত্তম বলে মনে করবে'।[29]

পক্ষান্তরে সালাফে ছালেহীনের নীতি ছিল এই যে, তারা সর্বদা নিজেকে অন্যের চাইতে হীন মনে করতেন। যেমন

(ক) বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী (মৃঃ ১০৬ হিঃ) বলেন,

' نَظَرْتُ إِلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ فِيهِمْ بِهِ

আমি আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত সকলের দিকে দেখলাম এবং ভাবলাম যে, এদের সবাইকে ক্ষমা করা হয়েছে, যদি না আমি এদের মধ্যে থাকতাম'। অর্থাৎ কেবল আমাকেই ক্ষমা করা হয়নি।[30]

(খ) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুজাদ্দিদ খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৬১-১০১ হিঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি মারা গেলে আমরা আপনাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কক্ষে দাফন করব। জওয়াবে তিনি বললেন

لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلاً لذلك,

'শিরক ব্যতীত যাবতীয় পাপ নিয়ে আল্লাহর কাছে হাযির হওয়াটা আমার নিকট অধিক প্রিয় ঐ স্থানে কবরস্থ হওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করার চাইতে'।[31] এর মাধ্যমে তিনি নিজের হীনতা প্রকাশ করেছেন।

(গ) আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন, 'আল্লাহর নবী নূহ (আঃ) মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে অছিয়ত করে বলেন, আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি ও দু'টি বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি। নির্দেশ হ'ল তুমি বলবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*। কেননা আসমান ও যমীনের সবকিছু যদি এক হাতে রাখা হয় এবং এটিকে যদি এক হাতে রাখা হয়, তাহলে এটিই ভারি হবে। দ্বিতীয় হ'ল *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'*। কেননা এটি সকল বস্তুর তাসবীহ এবং এর মাধ্যমেই সকল সৃষ্টিকে রূযী দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে নিষেধ করে যাচ্ছি দু'টি বস্তু থেকে : শিরক ও অহংকার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আমরা সুন্দর জুতা পরি, সুন্দর পোষাক পরিধান করি, লোকেরা আমাদের কাছে এসে বসে- এগুলি কি অহংকার হবে? তিনি

বললেন, না। বরং অহংকার হ'ল, সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।[32]

সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও নিজের ভুলের উপর যিদ ও হঠকারিতার বিষয়টি বেশী দেখা যায় শিরক-বিদ'আত ও তাকলীদপন্থী লোকদের মধ্যে, দল ও রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে এবং মূর্খ ও ধর্মান্ধ লোকদের মধ্যে। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই গর্বিত থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেকে সংশোধনের আকাংখা তাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। বংশের নেতারা বড়াই করেন তাদের আভিজাত্য নিয়ে। নারীরা অহংকার করে তাদের সৌন্দর্য নিয়ে, ধনীরা অহংকার করে তাদের ধন নিয়ে, আলেমরা অহংকার করেন তাদের ইলম ও অনুসারী দল নিয়ে, দলনেতারা অহংকার করেন তাদের দল নিয়ে, রাষ্ট্রনেতারা অহংকার করেন তাদের শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে। অথচ সব অহংকারই ধূলায় মিশে যাবে আল্লাহর একটি 'কুন' শব্দে। অতএব হে মানুষ! অহংকারী হয়ো না, বিনয়ী হও। উদ্ধত হয়ো না, কৃতজ্ঞ হও। অতীত ভুলো না, সামনে তাকাও। জন্মের আগে তুমি কিছুই ছিলে না, এখুনি অচল বা পাগল হয়ে গেলে তুমি হিসাবযোগ্য কিছুই থাকবে না। অতএব অহংকার করো না।

গুপ্ত অহংকার যাচাই :

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন,অনেক সময় মানুষ এমন কাজও করে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিনয়,কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিপট অহংকার। যেমন আজকাল নিজেকে অধম,অকর্মণ্য ও নাদান মূর্খ বলার রেওয়াজ পড়ে গেছে।বাহ্যদৃষ্টিতে এটা তাওয়ায়ূ ও বিনয় বটে।মনে হয় এসব শব্দ দ্বারা সে বিনয়ই প্রকাশ করছে। অথচ বাস্তবে তা অহংকার হতে পারে এবং অনেক সময় তা হয়েই থাকে। বরং এটা দ্বারা বিনয়ের ধোকা দেওয়া হয়।কারন এসব বলার পেছনে তার লক্ষ্য থাকে শ্রোতা যেন পাল্টা বলে দেয়,জনাব! কি বলছেন আপনি মূর্খ! আপনি অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি। না হলে পরীক্ষা করেই দেখুন! যে ব্যক্তি নিজেকে বলবে, আমি একজন মূর্খ, অকর্মণ্য, অধম প্রতিউত্তরে আপনিও বলে দেখেনু হ্যাঁ আসলেই আপনি তাই। দেখুন কেমন অবস্থা হয়। যদি সম্মান পাওয়ার জন্য না বলে তবে আসলেই বিনয়। আর উদ্দেশ্য যদি হয় প্রশংসা সম্মান তবে তা অবশ্যই তাকাব্বুর। তাকাব্বুর অতি সূক্ষ্ম, ভেতরে থাকলেও টের পাওয়া মুশকিল।তাই চিকিৎসকের দরকার হয়। যিনি লক্ষণ দেখে রোগ ধরে ফেলবেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করবেন।

অহংকারের কতিপয় চিকিৎসা :

অহংকারের অসংখ্য প্রকার ভেদ রয়েছে সেই অনুসারে চিকিৎসা। একটা উদাহরণ, হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর নিয়ম ছিল কেউ তার কাছে ইসলাহে নফসের জন্য আসলে,তিনি সর্বপ্রথম অহংকারের চিকিৎসা দিতেন। তিনি এক এক ব্যক্তির জন্য একেক রকমের ব্যবস্থা প্রদান করতেন। কাউকে বলতেন, তুমি নামাজের পর দাড়িয়ে বলবে,ভাইয়েরা! আমার মধ্যে অহংকার আছে। আপনারা দুআ করুন,আল্লাহ তালা যেন আমাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দেন।

বলাবাহুল্য যে একজন অহংকারীর নিকট 'আমার অহংকার আছে ' ভরা মজলিসে এই ঘোষনা করা কতটা কঠিন। এটা বলার সময় মনের উপর পাহাড় ভেঙে পড়বে।তা সত্ত্বেও শায়খের নির্দেশে কেউ যখন এটা করবে তখন সে মুগুরের আঘাতে অহংকার লেজ গুটিয়ে পালাবে।

কাউকে বলতেন,তুমি নামাযীদের জুতা সোজা করে রাখবে। সব রোগের উপসর্গ আলাদা ঔষধ ও আলাদা। রোগের কারন যেমন ভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থাও ভিন্ন।

১) নিয়ামতের শোকর গোজার :
যখন কেউ বুঝতে পারে অন্তর বড়ত্ব, নিজেকে সেরা মনে করার অনুভূতি আসছে। সেটা হতে পারে ইলম,রূপ সৌন্দর্য, সম্পদ,সম্মান,সন্তান ইত্যাদি। তখন সে যেন আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে। কারন এসব নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ যখন তখন তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। শোকর বহু রোগের ঔষধ। যখন কোন ব্যক্তি তার ভাববে আমি এই নিয়ামত পাবার হকদার ছিলাম না, এতে আমার অধিকার নেই। নিজেকে কেউ যদি তার নিয়ামতের ব্যাপারে অনুপযুক্ত মনে করে তবে আর যাই হোক সেই নিয়ামত নিয়ে অহংকার আসবে না। আল্লাহর শোকর আদায় অহংকার কে নির্মূল করে দিবে।
অভিশপ্ত শয়তান যখন বিতাড়িত হয়ে গেল,তখন আল্লাহ কে বলেছিল,

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'। (সুরা আরাফ -১৭)
এ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল বনি আদমের উপর প্রতিশোধ নেওয়া। কারন তাদের উপর বড়াই করতে গিয়ে সে বিতাড়িত হয়েছে। হুজুর আরো বলতেন, যেহেতু শয়তান মারাত্মক ধুরন্ধর, তাই তার জানা আছে যে ব্যক্তি শোকরগোযার তার সাথে কোন চাতুর্য চলবে না। তাকে সে

ফাঁদে ফেলতে পারবে না। এতেই বোঝা যায় যে ব্যক্তি আল্লাহর শোকর গোযার করবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আলহামদুলিল্লাহ।

২) বিনয় অবলম্বন করা :

অহংকারের বিপরীত হলো বিনয়। বিনয় যে আদম সন্তানের উত্তম অলংকার। যার মাধুর্য বলে শেষ করার মত নয়। আল্লাহ তালা বিনয়ীদের ভালবাসেন। বস্তুত মানুষ দুই সূতায় বাধা, বিনয়ীয়ে সূতা আরশের নিচে ঝুলে থাকে এবং অহংকারের সূতা জমিনের নিচে। কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে আল্লাহ তাকে বিনয়ের রশি ধরে উপরে তুলে দেন। আর অহংকার করলে জমিনে ধসিয়ে দেন।

মানুষের সবচেয়ে সুন্দরতম সিফাত হলো কোমলতা,বিনয়। যমিনে বিনয়ী হয়ে চলাফেরা আর রহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আর উদ্ধতা অহংকারীর। আল্লাহ তালা বলেন,

"وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ لَنۡ تَخۡرِقَ الۡاَرۡضَ وَ لَنۡ تَبۡلُغَ الۡجِبَالَ طُوۡلًا ﴿۳۷﴾ "

আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না। আল-বায়ান

কথা,কাজে,আচরণে, চলা ফেরায় বিনয়ী হবার অনুশীলন অহংকার প্রতিকারের বড় হাতিয়ার।

৩) আমিত্ব কে আল্লাহর মহত্ত্বের নীচে নিষ্পেষিত করা :

যে দিন অন্তঃকরণে এ ইয়াকীন পয়দা হবে যে,আমি কিছু না, নিজের ভেতরের আমিত্ব যখন আল্লাহর মহত্ত্বের নীচে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে, তখন নিজেকে পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলা যাবে। সেদিন সব কিছু পাওয়া যাবে,সব হাসিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ কামেল ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ।এই অবস্থা তখনই হয় অন্তঃকরণে যখন আল্লাহপাকের আযমতের (বড়ত্ব - মহত্ত্বের) সূর্য উদিত হয়,তখন অহংকারের তেলের বাতি নিভে যায়,বিলীন হয়ে যায়। জঙ্গলে যখন বাঘ সিংহ উপস্থিত হয় তখন বোঝা যায় শিয়ালের দাপট কতটুকু। যে অন্তর উপলব্ধি করে আল্লাহর মহত্ত্ব তার নিকট নিজেকে লাগবে তুচ্ছ,বিনীত প্রার্থী অভাবী। আর সেটাই অহংকারের বিপরীত।

৪)হৃদয়ে আল্লাহর মুহব্বতের ঝান্ডা বুলন্দ করা :

হযরত মাওলানা শাহ ওয়াছিউল্লাহ রহ.বলেছেন, '

যখন বাদশারা বিজয়ী বেশে কোন শহরে প্রবেশ করে তখন তারা তা তছনছ করে শহরের প্রভাবশালী শক্তিশালী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে বন্দী করে ফেলেন যাতে তারা বিদ্রোহ করতে না পারে। অনুরুপ আল্লাহ পাক যখন কারো অন্তরকে নিজের জন্য কবুল করেন,অন্তরের শহরকে আপন সিংহাসন বানানোর ইচ্ছা করেন,অন্তর রাজ্যে স্বীয় আযমত ও মহত্ত্বের ঝান্ডা গাড়েন, তখন ঐ অন্তরের মধ্যকার সকল চৌধুরী, তথা অহংকার,আত্নগরিমা, রিয়ার সমস্ত আধিপত্য, চৌধুরীপনাকে অত্যন্ত নাজেহাল ও অপদস্থ ভাবে বন্দী করে ফেলেন। যাতে করে আল্লাহ পাকের রাজত্ব ও সিংহাসনের খেলাফতে কোন রুপ বিদ্রোহ করতে না পারে।অর্থাৎ আল্লাহপাক তার সব আমিত্ব, বড়ত্ববোধকে ধ্বংস ও মিসমার করে দেন।

৫) জানোয়ারের চেয়েও নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করা :

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলেতেন " আমি আমার বর্তমান হালত হিসাবে সমস্ত মুসলমান হতে নিকৃষ্ট এবং ভবিষ্যত পরিনাম চিন্তা করলে আমি কাফের এবং জন্তু জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট "। কারণ এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তালা যে কোন মুসলমানের তুচ্ছ হতে তুচ্ছ কোন আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জীবনের সব বড় বড় গোনাহ মাফ করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে, আমার কোন কথা, বা কাজের দরুন আমার উপর চরম অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে আমার সব নেক আমল বরবাদ করে দিতে পারেন।
তদ্রূপ খোদা না করুন,ঈমানহারা হয়ে মৃত্যু বরণ করলে সে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং জন্তু তার চেয়ে উৎকৃষ্ট। কারণ জন্তুদের তো হিসাব নেই। "
আজকাল সদ্য দ্বীনে ফেরাদের নেক আমল ও ত্বলিবুল ইলমদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও রসদ রয়েছে হুজুরের মহামূল্যবান উক্তিতে।সুবহানাল্লাহ আল্লাহ হযরতকে নুরের উপর নুর দিন।

৬) নিজেকে কাফের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা :

অহংকার রোগের অন্যতম চিকিৎসা হলো নিজেকে কাফের মুশরিকদের থেকেও নিকৃষ্ট জানা। মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহ. বলেছেন " কোন কাফের - বেদ্বীনের প্রতিও তুমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে দৃষ্টিপাত করো না। কারণ,মৃত্যুর আগে সে মুসলিম হয়ে যেতে পারে। তার ব্যাপারে এতটুকু আশা তো অবকাশ রয়েছে। "
আমরা যে ঈমান সহ মরতে পারব এই নিশ্চয়তা কে দিবে?সারাজীবন ঈমানের অহংকার করে ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে লাভ কি হবে! পক্ষান্তরেকাফের মৃত্যুর আগে ঈমান আনবে না এ নিশ্চয়তাই কে দিবে। নিজেকে কাফেরের চেয়েও অধম মনে করে অহংকারর জলন্ত অঙ্গারে পানি ঢালাই নিরাপদ।

৭) শায়েখের তারবিয়াত গ্রহন করা :

শারীরিক অসুস্থতায় নিজের মন মত ঔষধ খেলে যেমন ফল পাওয়া যায় না উল্টো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশংঙ্কা থাকে অহংকারের চিকিৎসার বেলাতেও অনুরুপ ঘটে।
একবার জনৈক মুরীদ দেখল,হযরত থানভী রহ. এক ব্যক্তিকে অহংকারের চিকিৎসা হিসাবে নামাযীদের জুতা সোজা করার নির্দেশ দিয়েছেন।সেও ভাবল আমিও এটা করি, তাই নিজের ভাবনানুসারে জুতা সোজা করতে নেমে পড়ল।হযরত থানভী রহ বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন এভাবে চিকিৎসা হয় না।এতে তোমরা অহংকার কমবে না বাড়বে।শয়তান তোমার মাথায় বসিয়ে দিবে তুমি কত বিনয়ী। তাই চিকিৎসা তাকে দিয়েই করাতে হবে যাকে আল্লাহ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বানিয়েছেন। আমরা যে সব বুজুর্গদের কথা জানি তারা সবাই ঘষা মাজা খেয়েই আপন আপন মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। তাদের একজনও নেই আপনা আপনিই শায়েখ বনে বসে গিয়েছিলেন। সুতরাং অহংকারের চিকিৎসার জন্য শায়েখের পরামর্শ নিতে হবে।

৮) 'আপনি জানেন আমি কে?'এ বাক্যের ঔষধ :

এক অহংকারী ব্যক্তি জনৈক এক বুজুর্গকে লক্ষ্য করে বলেছিল,আপনি জানেন আমি কে? বুজুর্গ বলেছিলেন 'কেন জানব না।অবশ্যই জানি তুমি কে? তোমার সূচনা হলো পুঁতিগন্ধময় বীর্য, সমাপ্তি গলিত লাশ আর এ দুয়ের মাঝখানে তুমি বিষ্ঠাবাহী দেহ।'
হযরত থানভী রহ. আরো বলেন, যখন অহংকার ভর করে তখন নিজের মলত্যাগের অবস্থা কল্পনা করবে যে,তুমি কি অবস্থায় থাকো,তোমায় কেমন দেখায়,এ সময় তুমি কী কাজটা কর?এতে নিজের স্বরুপ বুঝে আসবে এবং অহংকার খতম হয়ে যাবে।
মোটকথা আল্লাহ তালার বড়ত্ব ও গৌরব ধ্যান করবে,নিজের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা চিন্তা করবে। হযরত থানভী রহ. বলেন," অহংকার বিলাপের আরেকটি ব্যবস্থা হলো,ইচ্ছেকৃত এমন এমন কাজ করবে, যাকে লাঞ্চনাকর মনে করা হয়।আর এটা তখন করবে যখন এটা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসায় ফল পাওয়া না যাবে।

৯) সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ :
বলাবাহুল্য সাহাবীদের আমল আখলাক ছিল সবচেয়ে সেরা। তারা উজ্বল নক্ষত্র স্বরুপ। তাদের অন্তরে অন্তগরিমার লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন।
খলিফা হযরত উমর (রা) একদিন দামী পোশাক পরে খুতবা দিচ্ছিলেন। জামাটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল,তাকে মানিয়েছিল বেশ। কিছুক্ষণ পর জামাটি খুলে ফেললেন এবং পিঠে পানির মশক তুলে নিলেন। ভিস্তিগিরি শুরু করেন এবং মানুষের ঘরে ঘরে পানি নিয়ে যেতে

থাকেন।লোকে জিগাসা করল, আপনি এটা কি করছেন? বললেন, আমার অন্তরে আত্মম্ভরিতার ভাব এসে যাচ্ছিল তার চিকিৎসা করছি।

বাহরাইনের গভর্নর ছুটিতে যাচ্ছিল তার স্থলে হযরত আবু হুরায়রা (রা) নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি ছিলে দরবেশ প্রকার লোক। হাদিসের প্রসারে দিনরাত কাজ করা মানুষ তো দিনে রাষ্ট্রীয় কাছে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। আর রাতে মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে চলতেন আর বলতেন, পথ ছাড়ো আমিরুল মুমিনীন আসছে, পথ ছাড়ো আমিরুল মুমিনীন আসছে। এভাবে তিনি লোকদের জানান দিতেন দেখো,গভর্নর লাকড়ির বোঝা মাথায় নিয়ে চলছে।এটা করতেন প্রতিষেধক রুপে যা মন মস্তিষ্কে অহংকার ভর করতে না পারে।

১০) আলেমের নিজেকে উত্তম মনে করার চিকিৎসা :

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ কে জিগাসা করল, অধিকাংশ সময় মনে হয় আমি আলেম, অমুক জাহেল।আমি তার চেয়ে উত্তম এর চিকিৎসা কি?
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. উত্তরে বললেন, আল্লাহ তালার কাছে কে শ্রেষ্ঠ তা কেবল তিনিই জানেন। এমনও হতে পারে, তার মনের অবস্থা খুব ভাল, অন্যদিকে আল্লাহর কাছে তুই নিকৃষ্ট ও হীন।আল্লাহ তোকে ব্যাহিক দু চার হরফের শিক্ষা দান করেছেন, সে কারনে নিজেকে বড় মনে করছিস। তিনি চাইলে এ জ্ঞান কেড়ে নিতে পারেন। তখন কি করবি? এই ধ্যান বারবার করবে। সেই সঙ্গে দুআ। (আবফাসে ঈসা :১৫৪)

১১) আত্নগুণমুগ্ধতার দাওয়াই:

অহংকার রোগের অন্যতম উপসর্গ হলো উজব বা আত্নগুণমুগ্ধতা। এটাই সময়ের সাথে ফুলে ফেঁপে কিবির ও তাকাব্বুরের পরিণত হয়। সুতরাং উজব জন্ম নেওয়া মাত্রই চিকিৎসা জরুরি।
এ প্রসঙ্গে হযরত থানভী রহ. বলেন আমলের ভেতর দুটি দিক আছে। এক তো নিজ কৃতিত্ব, দুই আল্লাহ তালার দান ও নিয়ামত। আমলকে নিজ কৃতিত্ব হিসাবে দেখা উচিত এবং এই কারনে আনন্দবোধ সৃষ্টি হওয়া দরকার। আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

বল, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়'। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম। (সুরা ইউনুস ৫৮)

আমলের বা নিয়ামতের কৃতিত্ব নিজেকে দিলে সেটা উজবের দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ বলে খুশি হওয়া সেটা তো আল্লাহ ই করতে বলেছেন। আর এটা হয়ে পড়বে ইবাদত।

১২) নিজের সৃষ্টি এবং মৃত্যু নিয়ে ফিকির :

মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না *(দাহর ৭৬/১)*।

মৃত্যুর পর সে লাশে পরিণত হবে। আর মৃত্যুর ঘণ্টা সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলে আছে। হুকুম হলেই তা বেজে উঠবে এবং তার রূহ যার হুকুমে তার দেহে এসেছিল তার কাছেই চলে যাবে। তার প্রাণহীন অসাড় দেহটা পড়ে থাকবে দুনিয়ায় পোকার খোরাক হবার জন্য। আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

‘মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি একটি শুক্রাণু হ’তে? অথচ সে এখন হয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে বিতর্ককারী’। ‘মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে, কে এই পচা-গলা হাড়-হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে’? ‘তুমি বলে দাও, ওকে পুনর্জীবিত করবেন তিনি, যিনি ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। বস্ততঃ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ (ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)।

তিনি বলেন

‘ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ,

যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর’ *(নিসা ৪/৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِى الْمَوْتَ ‘তোমরা স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ কর’ অর্থাৎ মৃত্যুকে। (তিরমিজি)

অতএব মানুষের জন্য অহংকার করার মত কিছু নেই। কেননা সে তার রোগ-শোক. বার্ধক্য-জ্বরা কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। শতবার ঔষধ খেলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার রোগ সারে না। শত চেষ্টাতেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার বিপদ দূরীভূত হয় না। ফলে সে একজন অসহায় ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তার উচিত সর্বদা নিরহংকার ও বিনয়ী থাকা।

১৩) আখেরাতে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত হওয়া :

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ‘তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার

জন্য তুমিই যথেষ্ট' (ইসরা ১৭/১৪)। অতঃপর যখন তারা স্ব স্ব আমলনামা দেখবে, তখন সে সময়কার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا-

'সেদিন উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকের আমলনামা। অতঃপর তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকিত। এ সময় তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুই লিখে রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সমূহকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। বস্ত্ততঃ তোমার প্রতিপালক কারু প্রতি যুলুম করেন না' (কাহফ ১৮/৪৯)।

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে নে'মত দিয়েছেন ও দুনিয়াবী দায়িত্ব প্রদান করেছেন, আল্লাহর নিকটে তার যথাযথ জওয়াবদিহিতার কথা সর্বদা স্মরণ করতে হবে এবং কিভাবে সে দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে পালন করা যায়, তার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ মানুষের হায়াত ও মঊত সৃষ্টি করেছেন, কে তাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য' *(মুল্ক ৬৭/২)*।

অতএব এই তীব্র দায়িত্বানুভূতি তাকে অহংকারের পাপ হ'তে মুক্ত রাখবে ইনশাআল্লাহ। أَحْسَنَ عَمَلاً 'সুন্দরতম আমল' অর্থ 'শরী'আতের আলোকে সর্বাধিক শুদ্ধ আমল এবং অন্তরের দিক দিয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কর্ম। যা স্রেফ আল্লাহর জন্য নিবেদিত এবং সকল প্রকার রিয়া ও শ্রুতি হ'তে মুক্ত'। উল্লেখ্য যে, এখানে أَكْثَرَ عَمَلاً 'অধিক আমল' বলা হয়নি। অতএব শিরক বিমুক্ত এবং ছহীহ সুন্নাহ অনুমোদিত সৎকর্ম সংখ্যায় ও পরিমাণে অল্প হ'লেও তাই-ই 'সুন্দরতম আমল' হিসাবে আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হবে।

(ক) হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বে (১৩-২৩/৬৩৪-৬৪৩ খৃঃ) থাকা অবস্থায় বলতেন

لَوْ مَاتَتْ سَخْلَةٌ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ ضَيْعَةً لَخِفْتُ أَنْ أُسْأَلَ عَنْهَا ,

'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'। (বায়হাকী)

(খ) খলীফা হারূনুর রশীদ (১৭০-১৯৩ হিঃ), যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্যাপী বিশাল ইসলামী খেলাফতের অধিকারী ছিলেন, তিনি একদিন রাস্তায় চলছিলেন। এমন সময় জনৈক ইহূদী তার সাথে সাক্ষাৎ করল। সে তাকে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন'। তখন খলীফা ঘোড়া থেকে নামলেন ও মাটিতে সিজদা করলেন। অতঃপর ইহূদীটিকে বললেন, তোমার প্রয়োজন কি বল? সে বলল এবং তিনি তার প্রয়োজন মিটালেন। অতঃপর যখন তাকে বলা হ'ল, আপনি একজন ইহূদীর জন্য সওয়ারী থেকে নামলেন? জবাবে তিনি বললেন, তার কথা শুনে আমার নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণ হ'ল, যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

'যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মসম্মান তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর অবশ্যই তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা'। (তাফসির কুরতুবী)

একজন সাধারণ ইহূদী প্রজার সাথে ক্ষমতাধর খলীফা হারূণ যদি এরূপ নম্র আচরণ করতে পারেন, তাহ'লে অন্যদের সাথে তিনি কেমন নিরহংকার আচরণ করতেন, সেটা সহজে অনুমেয়। এই ঘটনায় ইসলামী খেলাফতে অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি সর্বোত্তম সদাচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। যা কথিত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে মুসলমানদের প্রতি কল্পনাও করা যায় না।

১৪) নিজেকে জানা ও আল্লাহকে জানা :

প্রথমেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে যে, প্রাণহীন শুক্রাণু থেকে সে জীবন পেয়েছে। আবার সে মারা যাবে। অতএব তার কোন অহংকার নেই। অতঃপর আল্লাহ সম্পর্কে জানবে যে, তিনিই তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাকে শক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে পূর্ণ-পরিণত মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর দয়ায় তার সবকিছু। অতএব প্রতি পদে পদে আল্লাহর দাসত্ব ব্যতীত তার কিছুই করার নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অতএব নিজেকে সর্বদা আল্লাহর দাস মনে করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অহংকার দূর করার প্রধান ঔষধ।

১৫) যেসব বিষয় মনের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে, সেগুলিকে তুচ্ছ মনে করা :

যেমন বংশের অহংকার, ধনের অহংকার, পদমর্যাদার অহংকার, বিশেষ কোন নে'মতের অহংকার। এগুলি সবই আল্লাহর দান। তিনি যেকোন সময় এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমরা হর-হামেশা এগুলো দেখতে পাচ্ছি যে, বহু জ্বালাময়ী বক্তা সুস্থ থেকেও নির্বাক হয়ে আছেন, বহু লেখক লুলা হয়ে গেছেন, বহু ধনী নিঃস্ব হয়েছেন, বহু নেতা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। বহু শক্তিমান পুরুষ প্যারালাইজড হয়ে বা স্ট্রোক হয়ে বা বার্ধক্যে জরজর হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তাদের অসহায় চেহারাগুলি চিন্তা করলেই নিজের মধ্য থেকে অহংকার নিমেষে হারিয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ,
أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ

(যদি তুমি সুখী হতে চাও), তাহ'লে যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে নীচু, তার দিকে তাকাও। কখনো উপরের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহর নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে না'।(বুখারী) অহংকার দূরীকরণে এটি একটি মহৌষধ।

১৬)ইচ্ছাকৃতভাবে হীনকর কাজ করা :
হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِى بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ وقالت : كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জুতা নিজে ছাফ করতেন, কাপড় সেলাই করতেন ও বাড়ির নানাবিধ কাজ করতেন, যেমন তোমরা করে থাক। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের উকুন বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করতেন।[বুখারী]

মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি নিজে মাটি কেটেছেন ও পাথর বহন করেছেন। বিভিন্ন সফরে তিনি ছাহাবীদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশ নিয়েছেন।

তাঁর অনুসরণে ছাহাবায়ে কেরামও এরূপ করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) একদিন কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাজার অতিক্রম করছিলেন। এ দৃশ্য দেখে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজ করা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেননি? (অর্থাৎ আপনার তো যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ রয়েছে! আপনি কেন একাজ করছেন?) জবাবে তিনি বললেন,

بَلَيَ، وَلَكِن أَرَدْتُ أَنْ أَدْفَعَ الْكِبْرَ

‘হ্যাঁ! কিন্তু আমি এ কাজের মাধ্যমে আমার অহংকার দূর করতে চাই। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[তাবারণী]

অতএব সাধ্যে কুলায় এমন যেকোন হীনকর কাজ করার মানসিকতা অর্জন করতে পারলে মনের মধ্য থেকে সহজে অহংকার দূর হয়ে যাবে। যেমন আপনি অফিসের বস। টেবিলের ধূলা নিজে মুছলেন, মাকড়সার জালগুলো নিজে দূর করলেন, প্রয়োজনে টয়লেট ছাফ করলেন, এমনকি ঘরটা ঝাড়ু দিলেন। এসব ছোটখাট কাজ হলেও এগুলির মাধ্যমে অহংকার দূর হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যের নিকট সম্মান বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি নিজের কাজ নিজে করায় রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণের ছওয়াব পাওয়া যায়। লোকেরা আপনাকে সামনে নিয়ে মিছিল করতে চায়, আপনার ছবি তুলতে চায়, আপনার নামে প্রশংসামূলক শ্লোগান দিতে চায়, আপনার সামনে আপনার নামে অভিনন্দন পত্র পাঠ করতে চায়, আপনি সুযোগ দিবেন না অথবা এড়িয়ে যাবেন।

৬. আল্লাহ সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন, সবসময় একথা মনে রাখা :

আল্লাহ বলেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

‘মনে রেখ দু’জন গ্রহণকারী ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে সর্বদা তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে’। ‘সে মুখে যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য সদা তৎপর প্রহরী তার নিকটেই অবস্থান করে’ (ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)।
হাদীছে জিব্রীলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ,

তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তা না পারো, তবে এমনভাবে যেন তিনি তোমাকে দেখছেন’।[বুখারী]

৭) নেক আমল কবুল হলো কি না সেই ভয় রাখা : আশারায়ে মুবাশ্বিররা ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রা),যাদের সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে “ আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট “ তাদের কথা আলাদা। আমাদের সম্পর্কে কি এমন কোন আয়াত নাজিল হয়েছে?
আমাদের নামায,সেজদা,ওয়াজ,তাবলীগ হজ ওমরা, সাদাকা প্রভৃতি ভাল কাজ গুলো কি কিয়ামতের দিন আল্লাহর পছন্দীয় হবে? যদি পছন্দ হয়ে তবে কিয়ামতের দিনই খুশি হবার সময়। অন্যথায় ভয় করতে হবে, কারন গোলামের দাম মালিক নির্ধারণ করে, গোলাম নয়। আল্লাহ যে দিন বলবে তুমি দামি বান্দা, সেই দিনই সফলতা, খুশি আনন্দের দিন। তার আগ পর্যন্ত নিজেকে দামী ভাবা যাবে না। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন, ‘ নেক আমলের পর গর্ব,গরিমা উদয় হলে বুঝতে হবে তা কবুল হয় নি। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

৮) আল্লাহর কাছে দুআ করা : আমাদের শারীরিক, মানসিক উভয় রোগের শেফা দানকারী আল্লাহ। তাই আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। বেশি বেশি দুআ করতে হবে। আল্লাহর খুশির জন্য বিনয়ের লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,
‘যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না’ ।
‘তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে'।
(সুরা শু আরা -৮৮,৮৯)
আল্লাহর কাছে সেই সফল যে কলবুন সালিম তথা সুস্থ অন্তর নিয়ে তার সামনে হাজির হবে। তো অন্তরের রোগের জননী অহংকার দুর করে, অন্তরকে কলবুন সালিম বানাতে লাগাতার দুআ করা জরুরি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন।

উপসংহার :

দুনিয়াতে অহমিকার পরিণতি আল্লাহর রোষে পতিত হওয়া সাথে লাঞ্ছনা।আর আখিরাতের পরিণতি ‘ ত্বীনাতুল খাবাল ‘ জাহান্নামীদের পুঁজ রক্ত পান করা। যার অন্তরে যতটুকু অহংকার সৃষ্টি হবে, তার জ্ঞান ততটুকু হ্রাস পাবে। যদি কারো অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যাবে। তার কাম্য সম্মান না পেয়ে সে ছটফট করবে।

বর্তমানে অহংকারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবার, সমাজে,এবং রাষ্ট্র কেউই নিরাপদ নয়।অহংকার বশত ঔদ্ধত্যে অনেক মানুষ জালেমে পরিণত হচ্ছে। অহংকারী ব্যক্তি যখন অন্যকে ছোট করে কথা বলে এতে অপরপক্ষ মনে কষ্ট পায়।পারিবারিক ভাবেও অশান্তি সৃষ্টি হয়। সুতরাং ব্যক্তি থেকে পরিবার পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের অহংকারের কুফল এবং চিকিৎসার গুরুত্ব জানা দরকার। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন।

ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন,’ অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হলো ইলমের অহংকার। যা কখনও কাজে আসে না।যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তার জ্ঞান তার অহংকার কে চুর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তরে থাকে আল্লাহর ভয়। সে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। একটু উদাসীন হলেই ভাবে এই বুঝি সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হলাম, ধ্বংস হয়ে গেলাম।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে এবং তাদের হীন মনে করে।এটাই হলো সবচেয়ে বড় অহংকার।আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। লা হাওলা ওলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ‘ (যাহাবী,আল - কাবায়ির)

রেফারেন্স :

1]. কথিত আছে যে, নবুঅত দাবী করার কারণে তিনি ‘মুতানাববী’ নামে পরিচিত হন।

[2]. ইবনু খাল্লিকান, অফিয়াতুল আ‘ইয়ান ১/৪৫০ পৃঃ।

[3]. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম (কায়রো : দারুল হাদীছ ১৪২৬/২০০৫) ৪/৫৮৪।

[4]. মুহাম্মাদ বিন আলাবী, মালেক বিন আনাস (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ২০১০ খৃঃ) পৃঃ ৩২।

[5]. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন ১/৭৬।

[6]. ঐ, ১/৩৩।

[7]. ঐ ১/৭৫।

[8]. মুসলিম হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২০৫।

[9]. তিরমিযী হা/৩১৩৮ হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/২২৫ ‘ইলম’ অধ্যায়।

[10]. আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২২৭।

[11]. তিরমিযী হা/২৬৮৫, আবুদাঊদ হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/২১২-২১৩।

[12]. ইবনু মাজাহ হা/২৩২, তিরমিযী হা/২৬৫৭, দারেমী হা/২৩০, মিশকাত হা/২৩০-৩১।

[13]. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৭ পৃঃ।

[14]. বুখারী হা/৭১৩৮, মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

[15]. মুসলিম হা/১৪২ ‘ঈমান’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৬৮৬।

[16]. মুসলিম হা/১৭৩৮, মিশকাত হা/৩৭২৭।

[17]. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৮৯৮ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘পরস্পরে গর্ব’ অনুচ্ছেদ।

[18]. তিরমিযী হা/৩২৭০; আবুদাঊদ হা/৫১১৬; মিশকাত হা/৪৮৯৯।

[19]. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।

[20]. বুখারী হা/৫০৯০, মুসলিম হা/১৪৬৬, মিশকাত হা/৩০৮২ ‘বিবাহ’ অধ্যায়।

[21]. আহমাদ হা/১২৩২৯, ছহীহুল জামে‘ হা/২৭৫৮, বুখারী হা/৭১৩৯, ফাৎহুল বারী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫২০।

[22]. বুখারী হা/৩০৪২, মুসলিম হা/১৭৭৬, মিশকাত হা/৪৮৯৫।

[23]. তিরমিযী হা/৩৯৫৫, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮৯৯।

[24]. বুখারী হা/৪৬৮৯, মুসলিম হা/২৩৭৮, মিশকাত হা/৪৮৯৩।

[25]. বুখারী হা/৩৩৯০; তিরমিযী হা/৩৩৩২; মিশকাত হা/৪৮৯৪।

[26]. বুখারী হা/৩৭৫৪।

[27]. সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪১৩।

[28]. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২; তিরমিযী, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩২৬ ‘ঐচ্ছিক ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[29]. খাত্ত্বাবী, আল-উযলাহ (কায়রো : মাতবা‘আ সালাফিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৩৯৯ হিঃ) ৮৯ পৃঃ।

[30]. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৮২৫২।

[31]. ইবনুল জাওযী, ছাইদুল খাত্বের (দামেশক: দারুল কলম, ১ম সংস্করণ ২০০৪ খৃঃ) ২৯৫ পৃঃ।

[32]. আহমাদ হা/৬৫৮৩; ছহীহাহ হা/১৩৪

রেফারেন্স বই :

১) উম্মুল আমরায অহংকার পতনের মুল - মুল শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. (অনুবাদ : মুফতি মুহাম্মদ শফিউল আলম)

২) অহংকার ও প্রতিকার - মুল রুমীয়ে - যামানা কুতবে - আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. (অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মতিন বিন হুসাইন)

৩) অহংকার ও প্রতিকার - শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা

৪) হিংসা ও অহংকার - মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল - গালিব

৫) অন্তর বিধ্বংসী ব্যাধি ‘ অহংকারর ‘ - শায়েখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ।